সমকাল

তারিখ ... 23 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

# পে স্কেল চাই বেসরকারি শিক্ষকদের

মো. মোশতাক মেহেদী

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ছে দ্বিগুণ; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আসন্ন অষ্টম জাতীয় পে স্কেলে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যার কারণে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা হতাশ হয়েছেন। শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। আশ্চর্যের বিষয়, এই মানুষ গড়ার কারিগররা আজ রাষ্ট্রে সবচেয়ে অবহেলিত ও বেতন বৈষম্যের শিকার। বর্তমানে আমাদের দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি তথা এমপিওভুক্ত। উন্নত দেশগুলোতে যেখানে শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি সবচেয়ে বেশি, সেখানে আমাদের দেশে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সরকারি অফিসের একজন পিয়নের চেয়েও কম, যা দিয়ে বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে চলা খুবই কঠিন ও কষ্টকর। শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া মাত্র ৫০০ টাকা, যা দিয়ে বাড়িভাড়া তো দূরে থাক, বর্তমানে বাড়ির একটি বারান্দাও ভাড়া পাওয়া যায় না। চিকিৎসা ভাতা দেওয়া হয় মাত্র ৩০০ টাকা। অথচ বর্তমানে একজন ভালো ডাক্তার দেখানো ফি জনপ্রতি ৫০০-৬০০ টাকা। এর সঙ্গে আছে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট, তারপর আছে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ কেনার সমাহার। উৎসবভাতা কর্মচারীরা পান বেসিকের ৫০ শতাংশ আর শিক্ষকরা পান মাত্র ২৫ শতাংশ। একই দেশে দুই ধরনের নিয়ম। শিক্ষকরা অভাব-অনটনের কারণে শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো পাঠদান করতে পারেন না। সবসময় যদি সংসার চালানোর কথা চিন্তা করা লাগে, তাহলে কীভাবে শ্রেণীকক্ষে মন বসবে। আবার নতুন করে বেতন বাড়লে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে, তখন সংসার চালানো আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সবিনয় আবেদন, আসন্ন পে স্কেল বাস্তবায়ন করার আগে শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল চালু করে অবহেলিত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে জাতি গঠনে তাদের মনোনিবেশ করার জন্য বিনীত আরজি জানাচ্ছি।

সহকারী শিক্ষক, কুষ্টিয়া